1. আত্মা সম্পর্কে চার্বাক মতবাদ সবিস্তার আলোচনা কর। / দেহাত্মবাদ সম্পর্কে আলোচনা কর।

⇒ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে চার্বাকদের আত্মা ~~সম্পর্কে~~ সম্পর্কিত মতবাদটি একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে কারণ আত্মা সম্পর্কে অপরাপর ভারতীয় সম্প্রদায়ের এক বিরোধী মতবাদ চার্বাকগণ উপস্থিত করেছেন। অপরাপর ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতে, আত্মা হল দেহের অতিরিক্ত নিত্য স্থায়ী সত্তা. কিন্তু চার্বাকগণ আত্মা সম্পর্কে এরূপ চিরাচরিত মতবাদের বিরোধী মতবাদটিই উপস্থাপিত করেছেন।

দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার না করলেও, চার্বাকরা কিন্তু আত্মাকে অস্বীকার করে না। চার্বাকমতে ~~চৈতন্য অস্তিত্বশীল~~ চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই হল আত্মা, চৈতন্য বিশিষ্ট দেহছাড়া আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে ~~চার্বাকেরা~~ চার্বাকেরা স্বীকার করেন না, কারণ তা প্রত্যক্ষগোচর নয়, দেহ এবং চৈতন্য অস্তিত্বশীল কারণ তা প্রত্যক্ষ ~~আত্মা~~ যোগ্য। চার্বাকমতে, এই চৈতন্য দেহেরই একটি গুণ, অতীন্দ্রিয় আত্মার কোন ধর্ম নয়, অতএব চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই হল আত্মা এবং চৈতন্য দেহেরই গুণ, ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং মরুৎ — এর চারটি ভূতদ্রব্য দেহ সৃষ্টি। এই উপাদানগুলি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত হলে যে দেহ উৎপন্ন হয় সেই দেহে চৈতন্যরূপ এক নতুন গুণের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু ভূত চতুষ্টয়ের কোনটির মধ্যেই চৈতন্যের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায় না, এর উত্তরে চার্বাকেরা বলেন যে, পান, চুন, খয়ের, সুপারি — এর কোনটির মধ্যেই লাল রঙ দেখা যায় না, কিন্তু পান, চুন, খয়ের, সুপারি একসাথে চর্বিত হলে লাল রঙের আবির্ভাব ঘটে। ঠিক সেভাবে, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ চৈতন্য বিশিষ্ট না হলেও বিশেষ একটি পরিমাণে এদের পারস্পরিক মিশ্রণের ফলে জীবদেহ সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে চৈতন্যরূপ গুণের উদ্ভব হয়। চার্বাকদের এই মতবাদ ভূতচৈতন্যবাদ বলে, দেহাত্মবাদও বলে।

চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই আত্মা, আত্মা এবং দেহ অভিন্ন, আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন নয় বলেই আমরা 'আমি মোটা', 'আমি কৃশ', 'আমি কৃষ্ণবর্ণ', ইত্যাদি উক্তি করে থাকি। মোটা, কৃশতা, ইত্যাদি দেহের গুণ, তাই আত্মা এবং দেহ একই বস্তু। অতএব দেহই আত্মা চৈতন্য দেহেরই গুণ, দেহ বিনষ্ট হলে চৈতন্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়. এবং যে সব উপাদানে দেহ সৃষ্টি সেসব উপাদান ভূতদ্রব্যে বিলীন হয়ে যায়।

Scanned with CamScanner

সমালোচনা ঃ— চার্বাকদের আত্মা সম্পর্কে মতবাদটি বিভিন্ন সমালোচিত হয়েছে

① "চৈতন্য দেহের ধর্ম" — চার্বাকদের এই মতবাদ সঠিক কারণ যেন শিক্ষা স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা ইত্যাদির ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হবে না, এর জন্য স্থায়ী সত্তা আত্মাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। বিভিন্ন অবস্থায় অতীতকে স্মরণ করতে পারি স্থায়ী, অতীন্দ্রিয় আত্মার জন্য।

② চার্বাকমতে দেহের ধর্ম চৈতন্য, কিন্তু প্রশ্ন হল তাহলে মৃতদেহে কেন চৈতন্য থাকে না; কারণ তাই নয়, ~~জীবি জীবি~~ জীবিত অবস্থায় মূর্ছা গেলেও চৈতন না, তাই চৈতন্য দেহের গুণ নয়, বরং চৈতন্য আত্মারই ধর্ম।

③ দেহের গুণ চেতনা — সাংখ্য দার্শনিকদের মতে যদি প্রত্যক্ষ সঠিক হয়, তবে দেহ থেকে কোনো অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হলে, সেই বিচ্ছিন্ন অঙ্গেও চেতনা থাকত, তা কিন্তু কখনোই সম্ভব নয়। তাহলে চেতনাকে দেহের গুণ কিভাবে বলা যাবে।

④ চেতনা ও জড় পদার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব, শংকরাচার্য ~~এ~~ এর মতে, আত্মা হল বিশুদ্ধ চৈতন্যময়, যতক্ষণ আমরা অজ্ঞানতার দ্বারা আবিষ্ট থাকি ততক্ষণই দেহকে আত্মা বলি। আত্মজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানতা দূর হলে আমরা উপলব্ধি করি দেহ আত্মা নয়, চৈতন্যই আত্মা।

এই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে চার্বাক দেহাত্মবাদ গ্রহণযোগ্য মতবাদ বলে স্বীকৃত হতে পারেনি।